



221924 - যবে নারী অসুস্থ; যার রোযা রাখার শক্তিনহে

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী নম্ন রক্তচাপ (Low Blood Pressure) এ ভুগছেন। যবে রোগে তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে দচ্ছবে এবং রোযা রাখার ক্ষত্রেবে বাধা হচ্ছবে। যদি সবে রোযা রাখবে তাহলে খুব দুর্বল হয়ে পড়বে; এমনকি বহুঁশ হওয়ার অবস্থা হয়ে যায়। রোযাগুলো কাযা পালন করার ক্ষত্রেবে তার উপর ককিরা আবশ্যক। যবে ককি গরীবদেরকে খাদ্য দয়োর জন্য কচ্ছ অর্থ পরিশোধ করবে? যদি সটো করা যায় তাহলে ককি সবে ঐ অর্থ একটা ইসলামী দাতব্য সংস্থাকে দতবে পারবে; যারা যুদ্ধে ক্ষতগ্রিস্ত মুসলমি দেশে মুসলমানদেরে জন্য খাদ্য ও সহযোগতী সরবরাহ করে থাকে। কারণ আমার স্ত্রী বশ্ববে এমন এক উন্নত দেশে থাকনে যখনেরে গরীবদেরকে মুসলমি দেশেগুলোতে বসবাসকারীদেরে সাথে তুলনা করলে তারাও ধনী লোক হসবেবে গণ্য হবনে।

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

এ রোগটী যদি দীর্ঘস্থায়ী রোগ না হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা থাকবে; তাহলে তনী সুস্থ হওয়ার অপকেষা করবনে এবং যবে দনীগুলোর রোযা রাখতে পারনেনী সবে দনীগুলোর রোযা কাযা পালন করবনে।

আর যদি রোগটী দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা না থাকবে; তাহলে তার উপর থেকে কাযা পালনের আবশ্যকতা মওকুফ হয়ে যাবে এবং রমযান মাসরে প্রতদিনেরে বদলে একজন করে মসকীন খাওয়ানো ওয়াজবি হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ীকে এমন ব্যক্তী জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি যবে ব্যক্তী রোযা রাখতে গেলে বহুঁশ হয়ে পড়বে। জবাবে তনী বলনে: যদি রোযা রাখা তার জন্য এ ধরণেরে রোগেরে কারণ হয় তাহলে সবে রোযা না রাখবে কাযা পালন করবনে। যদি যবে কোন সময় রোযা রাখলেই তার এ অবস্থা হয় তাহলে তনী রোযা পালনে অক্ষম হসবেবে গণ্য হবনে এবং প্রতদিনেরে বদলে একজন করে মসকীন খাওয়ানবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২১৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"অক্ষম ব্যক্তীর উপর রোযা ফরয নয়। দললি হচ্ছবে আল্লাহর বাণী: "আর কটে অসুস্থ থাকলে কত্বী সফরে থাকলে সবে অন্য দনীগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫]



তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরিস্কার যবে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িক অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সবে অক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যবে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সবে রোযাগুলো কাযা করবে। যহেতু আল্লাহ্ বলছেন: "সবে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নহে। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।"[আল-শারহুল মুমতী (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

দুই:

রোযার কাফফারা হিসেবে যবে পরিমাণ খাদ্য দয়ো ওয়াজবি: প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য দেওয়া। এর পরিমাণ হচ্ছে-- স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা'। অর্ধ সা'-এর ওজন প্রায় দড়ে কলিগ্ৰাম।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি, প্রথম খণ্ডে (১০/১৬৭) এসছে: "আপনি যবে কয়দিনের রোযা রাখেন সবে কয়দিনের প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য ফদিয়া হিসেবে প্রদান করলে হবে। একদিনের খাদ্যের পরিমাণ হচ্ছে অর্ধ সা'। অর্থাৎ প্রায় দড়ে কলিগ্ৰাম চাল, গম বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সাধারণত স্থানীয়রা যবে খাদ্য খয়ে থাকে।"[সমাপ্ত]

তনি:

এমন মসিকীনকে খাওয়ানো ওয়াজবি যবে মসিকীনের কাছে তার নতিয়দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য নহে। তাই আপনাদের দেশে যদি মসিকীন না থাকে তাহলে অন্য যবে দেশে মসিকীন আছে সেখানে খাদ্য প্রদান করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দয়ো জায়যে হবে। আমরা যতটুকু পারি আল্লাহ্ আমাদেরকে ততটুকু পালন করার নরিদশে দয়িছেন।

অনুরূপভাবে আপনারা যবে দেশে থাকেন সবে দেশেরে চয়ে যদি অন্য কোন দেশে ক্ষুধাগ্রস্ততা ও প্রয়োজন বশে হয় তাহলে কাফফারা ও সদকা সেই দেশে স্থানান্তরতি করা জায়যে আছে।

আরও জানতে দেখুন: 4347 নং ও 43146 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।